দ্বাদশ অধ্যায়

বাক্যবাগীশের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ

স্বপ্নে দেখলাম, তারা দু-জনে কথা বলতে বলতে যাচ্ছে, তারই মাঝে ***বিশ্বাসী*** হঠাৎ পথের পাশে চেয়ে দেখল, খানিকটা দূরে ***বাক্যবাগীশ*** নামে একটা লোক যাচ্ছে। এই পথটায় ইচ্ছে করলে তিনজন পাশাপাশি চলা যায়। ***বাক্যবাগীশ*** লোকটা বেশি লম্বা, কাছের থেকে দূরে তাকে ভাল দেখায়। তার সঙ্গে ***বিশ্বাসী*** আলাপ করতে শুরু করল।

বিশ্বাসী— এ পথে তুমি কোথায় যাচ্ছ? ***স্বর্গীয় দেশে*** নাকি?

বাক্যবাগীশ— হ্যাঁ, সেই দেশেই যাচ্ছি।

বিশ্বাসী— খুব আনন্দের কথা; চল, একসঙ্গে যাওয়া যাক।

বাক্যবাগীশ— তোমাদের সঙ্গে যাওয়া তো আনন্দের বিষয়।

বিশ্বাসী— বেশ, তা হলে একসঙ্গে মঙ্গলজনক বিষয় আলোচনা করতে করতে যাওয়া যাবে।

বাক্যবাগীশ— যার সঙ্গেই হোক, মঙ্গলজনক বিষয় আলোচনা করতে আমার খুব ভাল লাগে। পথে সদালাপী লোকের দেখা পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়; কারণ এটা ঠিক যে, খুব কম লোকে পথে সদালাপ করে সময় কাটাতে চায়, বরং তারা খোশগল্প করে সময় কাটাতে বেশি ভালবাসে; আর এতে আমি বড়ই দুঃখ পাই।

বিশ্বাসী— খুবই দুঃখের কথা, সন্দেহ নেই। কারণ ***স্বর্গ*** ও ***ঈশ্বর*** ভিন্ন অন্য কোন বিষয় মধুর আলাপের যোগ্য হতে পারে না।

বাক্যবাগীশ— বড় ভাল লোক তুমি; তোমার কথাগুলো আমার মনে গেঁথে যাচ্ছে। আমিও বলি, ***ঈশ্বরের*** সম্বন্ধে আলোচনার মত আনন্দদায়ক ও মঙ্গলজনক আর কিছু নেই। আনন্দদায়ক বললাম, কারণ নানা অদ্ভুত বিষয়ে যাদের আগ্রহ আছে, তাদের কাছে ***ঈশ্বরের*** বিষয় তো আরও আমোদদায়ক। স্পষ্ট করে বললে, বলতে হয়, কেউ যদি ইতিহাস, নানা বিষয়ের গভীরতত্ত্ব, আদিজ্ঞানের প্রকাশ বা আশ্চর্য নিদর্শনের কথা আলোচনা করতে চায়, তবে সে ***পবিত্রশাস্ত্র*** পাঠ করুক, কারণ প্রত্যেকটা বিষয় *তাতে* সুললিত ভাষায় বিস্তারিত লেখা আছে।

বিশ্বাসী— নিশ্চয়ই; কিন্তু ঐ সব বিষয়ের দ্বারা আমরা উপকৃত হব, এটাই যেন উদ্দেশ্য থাকে।

বাক্যবাগীশ— আমিও তো তা-ই বলি; কারণ ঐ সব বিষয়ের দ্বারা মানুষ যেমন উপকৃত হয়, তেমন আর কিছুতে হয় না। ঐ সব আলোচনার মধ্য দিয়ে মানুষ, জগতের অসারতা ও

স্বর্গীয় বিষয়ের উপকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, নতুন জন্মের আবশ্যকতা, আমাদের নিজ নিজ সৎকার্যের অসম্পূর্ণতা, ***খ্রীষ্টের*** ধার্মিকতার আবশ্যকতা সম্বন্ধে মানুষ ঐ সব আলোচনার মধ্য দিয়ে জ্ঞান লাভ করে। তা ছাড়া, মানুষ ঐ সব আলোচনার মাধ্যমে অনুতাপ, বিশ্বাস, প্রার্থনা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদির মর্ম বুঝতে পারে; আবার ***সুসমাচারে*** যে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিজ্ঞা ও আশ্বাসবাণী আছে, তা জ্ঞাত হয়ে সান্ত্বনা লাভ করতে পারে। এইভাবে মানুষ মিথ্যা মতবাদ খণ্ডন ও সত্যকে সমর্থন করার শক্তি সঞ্চয় করে অজ্ঞানদের শিক্ষা দিতে পারে।

বিশ্বাসী— এ সবই সত্যি; তোমার মুখে কথাগুলো শুনে খুব খুশি হলাম।

বাক্যবাগীশ— কিন্তু দুঃখের কথা, এই রকম আলোচনার অভাবে, অনন্ত জীবন লাভের জন্য বিশ্বাসের আবশ্যকতা ও আত্মাতে অনুগ্রহের কার্যের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে না-পেরে অনেকে মূর্খের মত ব্যবস্থা পালনের দ্বারা জীবন লাভের চেষ্টা করে; ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ করে তো কোন মানুষ কখনো স্বর্গরাজ্যে যেতে পারে না।

বিশ্বাসী— তবে আমি বলি, — এইসব বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান ঈশ্বর প্রদত্ত; কেবল আলাপ-আলোচনা ও নিজের চেষ্টায় লাভ করা যায় না।

বাক্যবাগীশ— তা আমি জানি। ঈশ্বর যাকে যা দান করেন, তা ছাড়া সে আর কিছুই পেতে পারে না। সব কিছুই অনুগ্রহ প্রদত্ত, কার্যের দ্বারা লাভ করা নয়। এ বিষয়ে শাস্ত্রের অনেক উদ্ধৃতি দিতে পারি।

বিশ্বাসী— বেশ, এখন তবে কোন বিষয়ে আলোচনা করা হবে?

বাক্যবাগীশ— যে বিষয় তোমার ইচ্ছে হয়। আধ্যাত্মিক বিষয় বা জাগতিক বিষয়, সুসমাচার সম্বন্ধীয় বা নৈতিকতা সম্বন্ধীয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা খোশগল্প, অতীত বা ভবিষ্যতের বিষয়, দেশের বা বিদেশের, যে কোন বিষয় আলোচনা করতে প্রস্তুত আছি।

এতে ***বিশ্বাসী*** চমৎকৃত হল, (এতক্ষণ সে কিছুটা দূরে পথের এক পাশ দিয়ে হাঁটছিল) তাই ***খ্রীষ্টিয়ানের*** কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে বলল, "ভাল সঙ্গী পাওয়া গেছে; এ নিশ্চয় যথার্থ যাত্রী হবে।"

খ্রীষ্টিয়ান একটু মুচকি হেসে বলল, "এই যে লোকটার কথায় তুমি মুগ্ধ হয়ে পড়েছ, যারা ওকে চেনে না, এমন অনেককে সে ভোলাতে পারে।"

বিশ্বাসী— তুমি বুঝি ওকে চেনো?

খ্রীষ্টিয়ান— খুব ভাল করে চিনি; লোকটা নিজেকে যতটা চেনে, আমি তার থেকেও বেশি চিনি ওকে।

বিশ্বাসী— লোকটা তবে কে?

খ্রীষ্টিয়ান— ওর নাম ***বাক্যবাগীশ,*** আমাদের শহরে ওর বাস। কিন্তু কি আশ্চর্য, তুমি ওকে

চেনো না! আমাদের নগরটা বেজায় বড় তো, তাই সবাই সবাইকে চেনে না। — সত্যিই **ধ্বংস-নগর** এত বড় যে, প্রায় সারা জগতটা তার আওতায় আসে। শাস্ত্র বলে, "সমস্ত জগৎ সেই পাপাত্মার মধ্যে শুয়ে রয়েছে" (১ যোহন ৫:১৯)।

বিশ্বাসী— তাই নাকি? ও কার ছেলে, এবং নগরের কোন অংশে থাকে?

খ্রীষ্টিয়ান— লোকটা ***সুভাষীর*** ছেলে, ***গল্পগলিতে*** ওদের বাড়ি। পরিচিত লোকেরা ওকে ***গল্পগলির বাক্যবাগীশ*** বলে ডাকে। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে ওস্তাদ হলেও লোকটা মোটেই ভাল নয়।

বিশ্বাসী— আমার কিন্তু ওকে চমৎকার লোক বলে মনে হচ্ছে।

খ্রীষ্টিয়ান— যারা ওর নাড়ি-নক্ষত্র জানে না, তাদের কাছে লোকটা খুব ভাল, কিন্তু পল্লিবাসীর দৃষ্টিতে সে বদ্‌লোক। তুমি ওকে ভাল মানুষ বললে, তা শুনে আমার মনে পড়ে গেল, একবার এক চিত্রকরের আঁকা ছবি দেখে যা ভেবেছিলাম, তাই; কেননা ছবিগুলো দূর থেকে দেখতে চমৎকার, কিন্তু কাছে গেলে আর তেমন মনে হয় না। এ লোকটাও সেই ছবির মত।

বিশ্বাসী— হাসছ যে, — মনে হয়, তামাসা করছ।

খ্রীষ্টিয়ান— একটু হেসে ফেলেছি বটে, কিন্তু ***ঈশ্বর*** করুন যেন, এ বিষয়ে তামাসা বা কারও মিথ্যা দুর্নাম না-করি। এ লোকটার সম্বন্ধে আরও কিছু বলা প্রয়োজন। লোকটা কথার সাগর। সব জায়গায় লোকের সঙ্গে আলাপ করে। এখন তোমার কাছে এত সুন্দর সুন্দর কথা বলছে, আবার শুঁড়িখানায় বসেও একই ভাবে কথা বলতে থাকবে। আর মদ যত গলায় ঢালবে, বকবকানিও তত বাড়তে থাকবে। ওর ধর্ম্ম কেবল জিহ্বায়, আর গলা-বাজিতে।

বিশ্বাসী— তাই? তা হলে তো আমি বড্ড ঠকে গেছি!

খ্রীষ্টিয়ান— ঠকেছ তাতে কোন সন্দেহ নেই। পবিত্র শাস্ত্রও বলে, "তারা কথায় যা বলে, কাজে তা করে না" (মথি ২৩:৩)। শাস্ত্র আরও বলে, "***ঈশ্বরের রাজ্য*** কথায় নয়, কিন্তু পরাক্রমে" (১করিন্থীয় ৪:২০)। সে প্রার্থনা, অনুতাপ, বিশ্বাস, নতুন জন্ম প্রসঙ্গে কথা বলতে পারে সুন্দরভাবে, কিন্তু কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। আমি ***বাক্যবাগীশের*** বাড়িতে গেছি, তার জীবনযাপন ভাল করে লক্ষ্য করেছি; সুতরাং জোর দিয়ে বলতে পারি, যে বর্ণনা দিয়েছি, তা সম্পূর্ণ সত্যি। পলাশ ফুল যেমন সুগন্ধ বিহীন, তেমনই তার ঘরও ধর্মবিহীন। তার গৃহে প্রার্থনা নেই, পাপ হেতু অনুতাপের চিহ্নও নেই, এবং এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, পশুরা বরং নিজ স্বভাব অনুসারে চলে, ওর থেকে ভালভাবে ***ঈশ্বরের সেবা*** করে। যারা ওকে চেনে তাদের দৃষ্টিতে সে ধর্মের কলঙ্ক স্বরূপ ও লজ্জার কারণ। "আর এই জন্যই শাস্ত্রে বলা হয়েছে, তোমাদের জন্যই অন্যান্য জাতির কাছে ঈশ্বরের মহান নাম কলঙ্কিত হচ্ছে" (রোমীয় ২:২৪)। শহরের যে এলাকাতে ওর বাস, সেখানকার

লোকেরা ওর আচরণে ধর্মের নাম শুনলে কানে আঙ্গুল দেয়। সাধারণ লোক ওকে দেখলেই বলে, "বাইরে সাধু, ভিতরে শয়তান।" ওর পরিবারের লোকেরাও তা জানে। লোকটা আবার বাড়ির কাজের লোকদের সঙ্গে এমন কর্কশ ও যথেচ্ছ ব্যবহার করে যে, তারা ঠিক করতে পারে না, কীভাবে ওর মন রাখবে! আর যাদের সঙ্গে ওর ব্যবসার সম্বন্ধ, তারা বলে, "ওর থেকে মাড়োয়ারিদের সঙ্গে কারবার করা অনেক ভাল, কারণ দেনা-পাওনার বিষয়ে তারা সততা দেখিয়ে থাকে। ***বাক্যবাগীশ*** সুযোগ পেলেই লোককে ঠকায়, ফাঁকি দেয় ও দৌরাত্ম্য করে। ছেলে ক'টাকেও তার নিজের মত করে গড়ে তুলছে। তাদের কাউকে যদি সে কাজে ভয় পেতে দেখে, তবে মূর্খ, নির্বোধ ইত্যাদি বলে বকাঝকা করে। তার হাতে আর বিশেষ কোন কাজের ভার দেয় না, অন্যের সাক্ষাতে তার প্রশংসাও করে না। ওসব কথা এখন থাকুক, লোকটার মন্দ কাজের দ্বারা অনেকের পদস্খলন ও পতন হয়েছে; ***ঈশ্বর*** না রুকলে আরও অনেকে বিনষ্ট হবে।

বিশ্বাসী— তোমার কথায় আমাকে বিশ্বাস করতেই হচ্ছে; তুমি কেবল ওকে চেনো বলে নয়, কিন্তু একজন ***খ্রীষ্টিয়ানের*** যেমন উচিত, তেমনই অন্যের বিষয়ে কথা বলেছ। তুমি হিংসাবশত বলনি, সত্য প্রকাশ করা উচিত মনে করেই বলেছ।

খ্রীষ্টিয়ান— আমি যদি ওকে ভাল করে না-জানতাম, তা হলে, তুমি যেমন ওকে মনে করেছিলে, আমিও হয়তো তা-ই করতাম। আবার যারা ধর্মের শত্রু, যদি কেবল তাদের কাছ থেকে শুনতাম, তা হলে, মিথ্যা অপবাদ মনে করলেও করতে পারতাম; কারণ মন্দ লোকে ভাল লোকের অখ্যাতিই করে বেড়ায়। কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ে, এমনকি, এর থেকেও মন্দ বিষয়ে সে যে দোষী, আমি নিজে তা জানি, এবং প্রমাণ দিতে পারি। আরো বলি শোন, যাঁরা ভাল মানুষ, তাঁরা ওর জন্য লজ্জাবোধ করেন, ওকে 'ভাই' বা 'বন্ধু' বলে ডাকতেও পারেন না, বরং ***বাক্যবাগীশ*** নাম শুনলে কানে আঙ্গুল দেন।

বিশ্বাসী— হ্যাঁ, মুখে বলা, আর কাজে করা, এক নয়, তা বেশ ভালই বুঝলাম। এখন থেকে তা মনে রেখে চলব।

খ্রীষ্টিয়ান— বাস্তবিকই ভিন্ন; শরীর ও আত্মা যেমন ভিন্ন, মুখে বলা ও কাজে করা তেমনই ভিন্ন বিষয়। কারণ আত্মাবিহীন শরীর শবমাত্র, কার্যবিহীন কথাও তেমনই। কার্যটুকুই হল ধর্মরূপ শরীরের প্রাণ। শাস্ত্র বলে, "বাক্যের শ্রোতামাত্র হয়ে তোমরা আত্ম-প্রতারণা কোরো না, তোমাদের কাজে তা প্রকাশ কর। . . . বিপদে-আপদে অনাথ শিশু ও বিধবাদের সাহায্য করা, এবং সংসারের কলুষতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলাই হচ্ছে পিতা ***ঈশ্বরের*** বিচারে এক অনাবিল পবিত্র ধর্ম" (যাকোব ১:২২, ২৭)। ***বাক্যবাগীশ*** কিন্তু তা জানে না, সে ভাবে, ভাল করে শোনা ও তা গুছিয়ে মনগ্রাহী করে বলার দ্বারা ভাল খ্রীষ্টিয়ান হওয়া যায়। এইভাবে সে নিজেকে ভোলাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। শোনা হচ্ছে বীজ বোনার মত; সেই বীজ যে অন্তরে ও আচরণে ফল উৎপন্ন করেছে, তা শুধু মুখের কথায় প্রমাণিত হয়

না। নিশ্চয় জেনো, মহাবিচার দিনে ***বিচারকর্তা*** আমাদের কাজ দেখে বিচার করবেন। তখন জিজ্ঞেস করা হবে না, তুমি কি বিশ্বাস করেছিলে? বরং জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি কাজ করেছিলে, না, শুধু কথাই বলেছিলে? ***তিনি*** কাজ অনুসারে মানুষকে প্রতিফল দেবেন। শস্য-সংগ্রহকালের সঙ্গে পবিত্র শাস্ত্রে যুগান্তের তুলনা করা হয়েছে (মথি ১৩:৩০)। শস্য-সংগ্রহকালে লোকে ফলেরই আশা করে, অন্য কিছুতে খুশি হয় না। যা বিশ্বাসমূলক নয়, এমন কিছু গ্রাহ্য হবে না বটে, তবুও বিচার-দিনে ***বাক্যবাগীশের*** ধর্ম যে কত তুচ্ছ গণ্য হবে, তা বোঝাবার জন্য এত কথা বললাম।

বিশ্বাসী— *মোশি* শুচি জীব-জন্তুর যে চিহ্নের কথা বলেছেন, তোমার কথা শুনে তা-ই মনে পড়ে গেল (লেবীয় ১১: ৩-৬)। ***তিনি*** বলেছেন, যে জন্তুর খুর দ্বি-খণ্ডিত ও জাবর কাটে, তা শুচি; কিন্তু যে জন্তুর খুর দ্বি-খণ্ডিত নয় ও জাবর কাটে না, তা অশুচি। উদাহরণস্বরূপে, শশক জাবর কাটে বটে, কিন্তু তার খুর দ্বি-খণ্ডিত নয়, তাই অশুচি। ***বাক্যবাগীশ*** শশকের মত, সে জাবর কাটে, অর্থাৎ জ্ঞানের অন্বেষণ করে, বা বাক্যরূপ চর্বিত খাদ্য চর্বণ করে; কিন্তু দ্বি-খণ্ড খুর বিশিষ্ট নয়, অর্থাৎ পাপীদের মন্দপথ পরিত্যাগ করে না। শশকের ন্যায় সে-ও কুকুর বা ভল্লুকের চরণসদৃশ, তাই অশুচি।

খ্রীষ্টিয়ান— আমিও মনে করি, তুমি যে ব্যাখ্যা দিলে তা সুসমাচার সঙ্গত; শুধু একটা কথা যোগ করি, পৌল এই ধরনের লোকদের "কর্ণবিদারী কাঁসর ঘণ্টা বা করতাল", অর্থাৎ "ধ্বনিযুক্ত নিষ্প্রাণ বস্তু" আখ্যা দিয়েছেন (১করিন্থীয় ১৩:১ ও ১৪:৭)। তারা প্রাণহীন বস্তুই বটে, কারণ ***সুসমাচারে*** তাদের সত্যিকারের বিশ্বাস নেই, এবং ***সুসমাচারে*** বিশ্বাস দ্বারা যে অনুগ্রহ লাভ করা যায়, তা থেকে তারা বঞ্চিত। সুতরাং যদিও তারা বাদ্যযন্ত্রের মত অথবা স্বর্গদূতদের মত মধুর স্বরে বক্তৃতা দেয়, তবুও ***স্বর্গরাজ্যে*** অনন্ত জীবনের অধিকারীদের সঙ্গে কোনমতে বাস করতে পারবে না।

বিশ্বাসী— প্রথম থেকেই ওর সঙ্গ আমার ভাল লাগেনি, আর এখন তো অসহ্য হয়ে উঠেছে; কিন্তু ওকে তাড়াব কি করে?

খ্রীষ্টিয়ান— আমার কথা শোন, আর যা বলি, তা-ই কর। যদি *ঈশ্বর* ওকে আকর্ষণ করে মনের পরিবর্তন না দিয়ে থাকেন, তবে তোমার সঙ্গে কথাবার্তায় সে খুব শীগ্গির বিরক্ত হয়ে উঠবে।

বিশ্বাসী— তা হলে, কি করব বল?

খ্রীষ্টিয়ান— তুমি গিয়ে ধর্মের গুণাবলি নিয়ে খুব গম্ভীরভাবে ওর সঙ্গে কথা বলতে শুরু কর। সে নিশ্চয় স্বীকার করবে, তোমার কথা অতি চমৎকার; আর স্বীকার করলেই সুস্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস কর, তার অন্তরে, পরিবারে, ও তার ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহারে লোকে ঐ গুণের পরিচয় পায় কি না।

ভণ্ডের চেহারা দেখে চেনা মুস্কিল

তখন ***বিশ্বাসী*** আবার একটু এগিয়ে গিয়ে ***বাক্যবাগীশকে*** জিজ্ঞেস করল, "এখন কেমন আছ?"

বাক্যবাগীশ— ভাল আছি। ভাবছিলাম, এতক্ষণ একসঙ্গে থাকলে অনেক কথা হতে পারত।

বিশ্বাসী— যদি তুমি চাও, এখন আবার কথা শুরু করা যেতে পারে। তুমি তো আমাকেই কথা শুরু করতে বলেছিলে, — আচ্ছা, বল দেখি, ***ঈশ্বরের*** পরিত্রাণকারী অনুগ্রহ যখন কোন মানুষের অন্তরে বিরাজ করে, তখন তার স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রকাশ কীভাবে হয়?

বাক্যবাগীশ— এ তো দেখছি, ধর্মের শক্তি বা গুণের বিষয়ে আলোচনা শুরু হল; খুব ভাল প্রশ্ন এটা। আনন্দের সঙ্গে সংক্ষেপে উত্তর দিচ্ছি: প্রথমত, হৃদয়ে ***ঈশ্বরের*** অনুগ্রহ থাকলে পাপের সম্বন্ধে বড্ড গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়ত —

বিশ্বাসী— একটু থাম। প্রথমে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক। *ঈশ্বরের* অনুগ্রহ হৃদয়ে থাকলে, পাপের প্রতি বিষম বিতৃষ্ণা জন্মে — এটা তোমার সঠিক উত্তর হওয়া উচিত ছিল।

বাক্যবাগীশ— কেন? পাপের সম্বন্ধে গণ্ডগোল, আর পাপের প্রতি বিতৃষ্ণা, এতে পার্থক্য কোথায়?

বিশ্বাসী— পার্থক্য অনেক। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কেউ কেউ পাপের বিরুদ্ধে গলাবাজি করতে পারে। কিন্তু ***ঈশ্বর*** থেকে প্রবৃত্তি না পেলে কারো পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মে না। গির্জায় বা সভা-সমিতিতে দাঁড়িয়ে অনেককে পাপের বিরুদ্ধে বড় বড় কথা বলতে শুনেছি; অথচ তারা অন্তরে, পরিবারে, আচার-ব্যবহারে পাপ পুষে রাখে। পোটিফরের স্ত্রী যোষেফের সঙ্গে কুকর্ম করতে মনে-প্রাণে চেষ্টা করেছিল, আবার নিজের সতীত্ব প্রমাণের জন্য কত মিথ্যা কথাই না বলেছিল (আদি. ৩৯:১৫)। অনেক মা কোলের শিশুকে "দুষ্টু, দুরন্ত" বলে বকাবকি করে, পরক্ষণেই আবার তাকে বুকে জড়িয়ে চুমু খায় — পাপের প্রতি অনেকের আচরণ অনুরূপ।

বাক্যবাগীশ— বুঝেছি। তুমি আমার কথার খুঁত ধরার চেষ্টা করছ।

বিশ্বাসী— না, না, তা নয়; আমি তোমাকে আলোচ্য বিষয়ের যথার্থ মর্ম বুঝিয়ে দিতে চেয়েছি। আচ্ছা, মানুষের হৃদয়ে অনুগ্রহের কার্যের যে দ্বিতীয় লক্ষণের কথা বলছিলে, সেটা কি?

বাক্যবাগীশ— সেটা হল ***সুসমাচারের*** গভীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় মহাজ্ঞান।

বিশ্বাসী— এটাই প্রথমে বলা উচিত ছিল; যা হোক, আগে বল, আর পরে বল, এ লক্ষণও ঠিক নয়। ***সুসমাচারের*** গভীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান তথা মহাজ্ঞান লাভ করলেও হৃদয়ে অনুগ্রহের কার্য না-ও সাধিত হতে পারে। মানুষ সমস্ত জ্ঞানে পারদর্শী হয়েও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নগণ্য হতে পারে; সুতরাং ***ঈশ্বরের*** সন্তান না-ও হতে পারে (১করি. ১৩:২)। ***খ্রীষ্ট যীশু*** শিষ্যদের একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমরা কি এ সব জান?" শিষ্যেরা "হ্যাঁ" উত্তর দিলে ***প্রভু***

বলেছিলেন, "তবে ধন্য তোমরা, যদি এ সব পালন কর" (যোহন ১৩:১৭);অর্থাৎ ***খ্রীষ্টের*** বক্তব্য অনুযায়ী মানুষ কেবল জ্ঞান লাভ করে ধন্য হয় না, জ্ঞান অনুসারে কাজ করে ধন্য হয়। এক রকমের জ্ঞান আছে, তা ক্রিয়াশূন্য; ***প্রভুর*** ইচ্ছা জেনেও যে কার্যকারী সেই অনুসারে কাজ করে না, তাকে শাস্তি পেতে হয় (লুক ১২:৪৭)। মানুষ স্বর্গদূতের ন্যায় জ্ঞানবান হয়েও প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান না হতে পারে; অতএব তুমি ত্রাণকারী অনুগ্রহের যে লক্ষণের কথা বললে, তা ঠিক নয়। যারা বাক্‌সর্বস্ব ও অহংকারী, কার্যশূন্য জ্ঞানে তারা নিজেরা তুষ্ট হতে পারে; কিন্তু ***ঈশ্বর*** জ্ঞান অনুযায়ী কার্যে প্রীত হন। এ কথা ঠিক, জ্ঞান ব্যতিরেকে অন্তর মার্জিত হয় না, প্রকৃতপক্ষে, তা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। জ্ঞান দু রকমের আছে, সফল জ্ঞান ও নিষ্ফল জ্ঞান। সফল জ্ঞান বিশ্বাস ও প্রেমজাত অনুগ্রহ যুক্ত, তার দ্বারা মানুষ ***ঈশ্বরের*** ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে চালিত হয়। নিষ্ফল জ্ঞানে বাচালেরা তৃপ্ত হয়; কিন্তু ফলদায়ী জ্ঞানে খাঁটি খ্রীষ্টভক্তেরা তৃপ্ত হয়। শাস্ত্রে আছে, "আমাকে বিবেচনা দাও, আমি তোমার ব্যবস্থা মেনে চলব, সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে তা পালন করব (গীত. ১১৯: ৩৪)।

বাক্যবাগীশ— তুমি আবার আমার কথার খুঁত ধরছ, এ রকম আলোচনায় কোন উপকার হবে না।

বিশ্বাসী— তা হলে, অনুগ্রহের কাজ কীভাবে জানা যায়, তার আর একটা লক্ষণ বল।

বাক্যবাগীশ— না, বলব না। আমার কথা তোমার ভাল লাগছে না।

বিশ্বাসী— বেশ, তুমি যদি না বলতে চাও, আমিই বলি।

বাক্যবাগীশ— সে তোমার ইচ্ছে।

বিশ্বাসী— তবে শোন। কারো হৃদয়ে যদি অনুগ্রহের কাজ আরম্ভ হয়, তবে তাতে বা তার সাহচর্যে থাকা ব্যক্তিতে তা প্রতিফলিত হয়।

অনুগ্রহের কাজ কোন ব্যক্তিতে আরম্ভ হলে, সে নিজেকে পাপী বলে জানতে পারে; বিশেষত নিজের স্বভাবের কদর্যতা ও অবিশ্বাসের ঘৃণ্যতা বুঝতে পারে;এবং অন্তরে উপলব্ধি করে যে, ***যীশু খ্রীষ্টে*** বিশ্বাস স্থাপন করে ***ঈশ্বরের*** দয়ার ভাগীদার না হতে পারলে নিজের পাপের জন্য দণ্ড ভোগ করতে হবে। আর এই জ্ঞান জন্মালে পাপের কারণে মনে দুঃখ ও লজ্জার উদয় হয়। গীত. ৩৮:১৮;যিরমিয় ১৩:১৯;যোহন ১৬:৮;রোমীয় ৪:২৪;মার্ক ১৬:১৬; গালাতীয় ২:১৬;প্রকাশিত. ১:৬ পদের বাক্য অনুসারে কার্য সাধিত হলে সে ***সমস্ত জগতের ত্রাণকর্তাকে*** নিজের হৃদয়ে দেখতে পেয়ে ***তাঁর*** সঙ্গে চিরদিনের জন্য সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে;তাই খ্রীষ্টরূপ খাদ্যের জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত হয়। ***ঈশ্বর*** এমন ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত লোকদের জন্য অনেক প্রতিজ্ঞা প্রদান করেছেন। তখন থেকে ***ত্রাণকর্তার*** প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও ক্ষীণতা অনুসারে তার আনন্দ, শান্তি, অনুরাগের বৃদ্ধি বা হ্রাস হতে থাকে;তা ছাড়া, ***তাঁকে*** আরো জানবার আকাঙ্ক্ষা ও এই জগতে ***তাঁর*** সেবা করবার

ইচ্ছা বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু অনুগ্রহের কাজ তাতে প্রকাশ পেতে থাকলেও অনেক সময় মানুষ অন্তরের ভ্রষ্টতা ও বুদ্ধি র বিকৃতির জন্য অনুগ্রহের প্রভাব ঠিকমত বুঝে উঠতে পারে না; সে-জন্য সুবিবেচনার অত্যন্ত প্রয়োজন।

অন্যের কাছে অনুগ্রহপ্রাপ্ত জীবনের প্রকাশ এভাবে হয়:

(১) যে ব্যক্তি ***খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসী*** হয়েছে, সে-বিষয়ে সে সচেতন থাকে, এবং সে তা স্বীকার করে। (২) সেই স্বীকারের অনুরূপ আচরণ, অর্থাৎ পবিত্র আচার-ব্যবহার, অন্তরের পবিত্রতা, পারিবারিক পবিত্রতা ইত্যাদি তার জীবনে প্রকাশ পায়। আর তার ফলে পাপকে, এবং পাপ করেছে বলে নিজেকে, মনে মনে ঘেন্না করতে থাকে; পরিবারের মধ্যে সংযত আচরণ ও জগতে ধার্মিকতা বৃদ্ধি র জন্য যত্নবান হয়;কিন্তু ভণ্ড বা বাচালের মত 'কথার ঝুড়ি' দ্বারা নয়, বিশ্বাসে ও প্রেমে, বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে, কার্যের দ্বারাই করে; যেমন লেখা আছে, "সেদিন তোমরা বুঝবে যে, কীভাবে তোমরা জঘন্য কাজে নিজেদের কলুষিত করেছ; এর জন্য তোমাদের নিজেদের উপরেই ধিক্কার জন্মাবে।" আবার "আমি তোমাদের উপরে শুচিজল ছিটিয়ে দেব, এবং অলীক প্রতিমা ও যা কিছু তোমাদের অশুচি করেছে, সে-সব থেকে শুচি করব" (যিহিষ্কেল ২০:৪৩;৩৬:২৫);"অন্তর যাদের নির্মল, তারাই ধন্য, তারা পাবে ঈশ্বরের দর্শন" (মথি ৫:৮);"তোমরা যদি আমাকে ভালবেসে থাক, তা হলে, আমার সমস্ত আদেশ তোমরা পালন করবে" (যোহন ১৪:১৫);"কেবল তোমাদের আচরণ যেন খ্রীষ্টের সুসমাচার-সম্মত হয়" (ফিলিপীয় ১:২৭)। এখন প্রশ্ন করি, মানুষের হৃদয়ে অনুগ্রহের কার্য ও তার বিকাশ সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলাম, তাতে যদি তোমার কোন আপত্তি থাকে, তবে বল। আর যদি না থাকে, তা হলে, আর একটা প্রশ্ন করি।

বাক্যবাগীশ— না কোন আপত্তি নেই;এ বার তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন শুনি।

বিশ্বাসী— দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, অনুগ্রহের কার্যের প্রথম অংশের যেমন বর্ণনা দিলাম, তুমি কি নিজের অন্তরে তা অনুভব করে থাক? তুমি মুখে যা বল, তোমার চরিত্রে ও আচার-ব্যবহারে কি তা প্রকাশ পায়? না, তোমার ধর্ম কেবল মুখে, কাজের বেলায় 'শূন্য'? দেখো, স্বর্গে থেকে ***ঈশ্বর*** যাতে "আমেন" বলতে পারবেন না, এবং তোমার বিবেক যাতে সায় দেয় না, এমন কোন উত্তর যেন দিয়ে ফেলো না। কেননা নিজের প্রশংসা যে করে, সে নয়, কিন্তু প্রভু যার প্রশংসা করেন, সেই পরীক্ষাসিদ্ধ (২করিন্থীয় ১০:১৮)। নিজের ধার্মিকতার সাক্ষ্যের সঙ্গে প্রতিবেশীদের সাক্ষ্য, ও নিজের আচার-ব্যবহার যদি না মেলে, তবে তা বড় লজ্জার বিষয়।

এ কথা শুনে ***বাক্যবাগীশ*** প্রথমে একটু লজ্জা পেলেও উত্তর দিতে কসুর করল না; সে বলল, "তুমি যে এখন ধর্ম সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা, বিবেক ও ***ঈশ্বরের*** কথা তুললে, আবার নিজের কথার প্রমাণের জন্য ***ঈশ্বরের*** দোহাই দিলে, আমি এমন আলাপ আশা করিনি, আর এ

রকম প্রশ্নের উত্তর দিতেও আমার ইচ্ছে নেই। তুমি তো আর আমার পুরোহিত নও, যে, তোমার কথার উত্তর আমাকে দিতেই হবে। যদি পুরোহিতও হও, তবুও তোমাকে বিচারকর্তা বলে মানব না। যাক্ গে সে কথা;বল তো এ বার, এমন প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যটা কি তোমার?"

বিশ্বাসী— উদ্দেশ্য আবার কি! তুমি বড্ড বেশি কথা বল;আর আমার মনে হয়, তোমার জ্ঞান শুধুমাত্র পুঁথিগত, কাজে কোনদিন খাটিয়ে দেখনি। সোজা কথা তোমার কোন অভিজ্ঞতা নেই, তোমার ধর্ম কেবল মুখে;কথা ও আচার-ব্যবহার সামঞ্জস্যহীন। লোকে বলে, তুমি খ্রীষ্টিয়ান সমাজের কলঙ্ক;তোমার জন্য ধর্মের দুর্নাম হচ্ছে। আবার অনেকের বিশ্বাসরূপ নৌকো ডুবুডুবু হয়েছে; আরও অনেকের ডুববার সম্ভাবনা আছে। কেননা শুঁড়িখানায় যাওয়া, লোভ, লম্পটতা, ***ঈশ্বরের*** নামে মিথ্যা দিব্য করা, মিথ্যা কথা বলা, কুসংসর্গ, এ সবই "তোমার ধর্মের" অনুমোদিত। অসতীকে যেমন লোকে নারীজাতির কলঙ্ক বলে, তেমনই তুমি খ্রীষ্টিয় সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ।

বাক্যবাগীশ— তুমি যখন উড়ো কথায় বিশ্বাস করে, একজনকে এভাবে দোষী সাব্যস্ত করছ, তখন তুমি যে কী প্রকৃতির লোক, তা বেশ বুঝতে পারছি। আর কথার দরকার নেই, আমি বিদায় হচ্ছি।

এই কথা বলে ***বাক্যবাগীশ*** চলে যাবার পর ***খ্রীষ্টিয়ান*** এসে ***বিশ্বাসীকে*** বলল, "কেমন, যা বলেছিলাম, তাই হল তো! তোমার মানসিকতার সঙ্গে তার মন্দ ইচ্ছার মিল কখনই হতে পারে না;তাই সে তোমার সঙ্গ ত্যাগ করল, তবু চরিত্র সংশোধন করতে চাইল না। সে চলে গেছে বলে আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি, ক্ষতি হয়েছে তারই। যদি চলে না যেত, তা হলে, তাকে পিছনে ফেলে আমাদেরই এগিয়ে যেতে হত। কারণ সে যে ধরনের লোক, এমন লোক সঙ্গে থাকলে আমাদেরই কলঙ্ক হত। প্রেরিত পৌল এই ধরনের লোকদের থেকে পৃথক থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন" (১তীমথি ৬:৫, ১১)।

বিশ্বাসী— তার সঙ্গে এই যে আলাপটুকু হল, এতে আমি খুশি। হয়তো, এই কথা তার অন্তরে আলোড়নের সৃষ্টি করবে। সে যাই হোক, আমি তাকে স্পষ্ট করে সব কথা বলেছি, তবু যদি সে পরিত্রাণ না পেয়ে মরে ও বিনাশ পায়, আমি তার রক্তের দায়ী হব না।

খ্রীষ্টিয়ান— স্পষ্ট কথা বলে ভালই করেছ। আজকাল লোকে স্পষ্ট কথা প্রায় বলতে চায় না। তাই ধর্মের নাম শুনলে অনেকে নাক সিঁটকায়। কারণ এই নির্বোধ বাচালদের ধর্ম কেবল মুখে, তাদের আচার-ব্যবহার মন্দ ও অপবিত্র; অথচ তারা বিশ্বাসী-সমাজে বে-মালুম মিশে যায়। জাগতিক লোকেরা তা দেখে অবাক হয়, এবং খ্রীষ্টভক্তদের পক্ষে তারা কলঙ্কের কারণস্বরূপ হয়ে ওঠে। তুমি তার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করেছ, সমগ্র বিশ্বাসী-সমাজ যদি তেমনই ব্যবহার করে, তা হলে, হয় তাদের কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য আসবে, না হয়, খ্রীষ্টভক্তদের সঙ্গ তাদের অসহ্য হয়ে উঠবে।

এই বলে ***খ্রীষ্টিয়ান*** গান ধরল —

সগর্বে ফুলায় পুচ্ছ ময়ূর যেমন,
বাক্যবাগীশ করে দর্প প্রথমে তেমন।
অহঙ্কারে মেতে উঠে কত কথা কয়,
সকলেরে জিতিতে চায় চতুর ভাষায়।
বিশ্বাসীর মুখে শুনি বিভু গুণগান,
ভীত ও লজ্জিত মনে করে প্রস্থান।

গান শেষ হলে ***বিশ্বাসী*** ও ***খ্রীষ্টিয়ান*** পথে যা যা দেখেছিল, সে-সব বিষয়ে আলোচনা করতে করতে চলতে লাগল, তাই কষ্ট অনুভব করল না; নইলে প্রান্তরের দীর্ঘ পথে চলা কষ্টকর হত।